দৈনিক ইনকিলাব

18

তারিখ 13 APR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমাদের দায়িত্ব

আমাদের এই দরিদ্রতম দেশ বাংলাদেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিরক্ষর লোকের সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই নিরক্ষতা একটি জাতির জন্য মারাত্মক অভিশাপ। দুঃখজনক হলেও সত্য যে স্বাধীনতার ১৮ বছর পরেও বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার ২৪-এর কোটা অতিক্রম করতে পারেনি। অথচ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া শ্রীলংকা, চীন ও বার্মায় শিক্ষিতের হার আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। আমরা যারা শিক্ষিত, তারা যদি হাত-পা গুটিয়ে কিংবা পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করে অথবা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে প্রকৃত কর্তব্য থেকে বিরত থাকি তাহলে নিরক্ষরতা মোচন কোনকালেই সম্ভব হবে না।

নিরক্ষরতা সমস্যা আমাদের জাতীয় সমস্যা। কাজেই এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সুষ্ঠু পদক্ষেপ নেয়ার দায়িত্ব আমাদের সবার। নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ সফল হবে তখনই, যখন ৬৮ হজার গ্রামের বসবাসকারী শিক্ষিত লোকজন মনে-প্রাণে কাজ শুরু করবেন। দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাস করেন মসজিদের ইমাম, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, বেকার শিক্ষিত যুবক, প্রাথমিক শিক্ষক, উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষক ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। তাই আমাদের দেশের পল্লীতে নৈশ বিদ্যালয় চালু করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পল্লীর অন্যান্য শিক্ষিত লোকজন মনে-প্রাণে কাজ শুরু করলেই নিরক্ষরতা দূরীকরণ স্বল্পকালের মধ্যেই সম্ভব হবে।

যেসব দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা হয়েছে তার পেছনে রয়েছে সেসব দেশের নাগরিকদের আন্তরিক সহযোগিতা ও স্বর্তঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। কাজেই এ ব্যাপারে আমাদের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

—মোঃ আফজল হোসেন খান